দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 31 2000 ...
পৃঃ ... কলাম ...

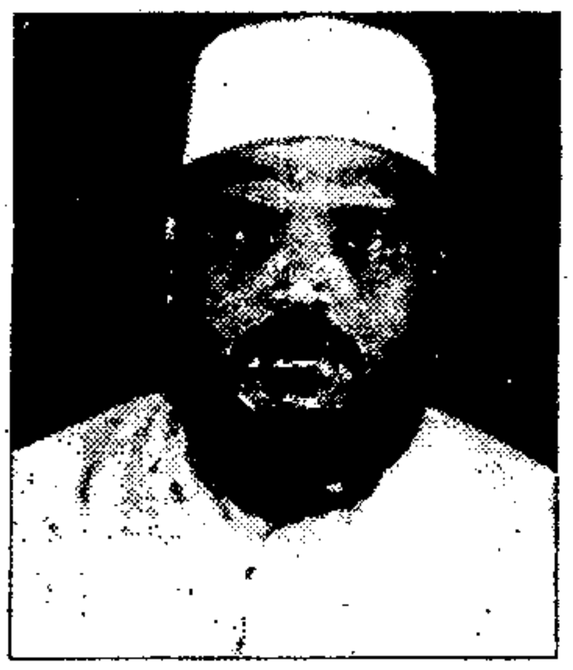

শুধু দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা নয়, শিক্ষার সাথে নৈতিকতা থাকতে হবে

—ডঃ আনোয়ারুল কবির

ডঃ আনোয়ারুল কবিরের জন্ম ফেনী জেলায়। একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডিরত অবস্থায় তার ব্যতিক্রমী মেধার স্বাক্ষর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মুগ্ধ করে। তারা ডঃ আনোয়ারুল কবিরকে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এশিয়ার অন্যতম অগ্রসর শিক্ষা-প্রযুক্তির দেশ মালয়েশিয়ায় ডঃ আনোয়রুল কবিরের প্রণীত শিক্ষা কারিকুলাম বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করছে বলে জানা যায়। তার শিক্ষা বিষয়ক লেখা দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমানে তিনি খণ্ডকালীন ছুটিতে দেশে আছেন এবং অবসরের এই সময়টুকুতে ঢাকার একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

ইনকিলাব শিক্ষাঙ্গনের পক্ষ থেকে গৃহীত তার এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষা বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল—

ইনকিলাব ঃ একুশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মোকাবিলায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি স্বয়ংসম্পূর্ণ?

ডঃ আনোয়ারুল কবির ঃ আমি বিভিন্ন দেশ ঘুরেছি— সিঙ্গাপুর, সউদী আরব, মালয়েশিয়া এসব দেশে। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের সাথে সমন্বয় এবং Tecnology সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা গেছে যে, ছাত্ররা যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পাচ্ছে না, এটাকে আরও সংস্কার করে আধুনিক বিশেষ করে আজকের Tecnolgy'র উন্নতির সাথে সমন্বয় করে এ সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণা দেয়া। এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করা উচিত। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য এখনও নির্ণয় হয়নি যে, আমরা একটা ছাত্রকে কমিউনিস্ট না মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলব?

মালয়েশিয়া থেকে ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে, সেখানে তারা মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে একেবারে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আরবী ভাষাকে ক্লাস মেট্রিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইউনিভার্সিটি লেভেলে তারা যে শিক্ষাই গ্রহণ করুক, যে বিষয়ে তারা বিএ অনার্স করুক— ধর্মীয় বিষয়ে তাদের ৩টা সাবজেক্ট পড়তে হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষিত লোকদের ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে, যেটা আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ একমুখী শিক্ষা গ্রহণ করছে। যে সম্পর্কে ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ সাহেব (আল্লাহ তাকে বেহেস্ত নসীব করুক) বলেছিলেন ঃ "আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা নয়, এক ধরনের দক্ষতা অর্জন করছে।"

ইনকিলাব ঃ আমরা আমাদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে সেকেলে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আছি? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ কি?

ডঃ আনোয়ারুল কবির ঃ আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকরা একটা দক্ষতা অর্জন করছি, শিক্ষা অর্জন করছি না। যে একাউন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করে অর্থাৎ তিনি একাউন্টিংয়ে যে দক্ষতা অর্জন করেছেন আর যে ইঞ্জিনিয়ার তার যে কাজটুকু করা দরকার তিনি তা করছেন, এটা কিন্তু শিক্ষা নয়। শিক্ষা হল তার ভেতরে একটা Morality আসতে হবে। যার মাধ্যমে তার একটা মানসিক পরিবর্তন হবে। চারিত্রিক দিকগুলো ও ধর্মীয় অনুভূতিগুলোকে শিক্ষার Objective হিসেবে নির্ণয় করতে হবে। আমাদের সিলেবাসে Morality আসা দরকার। আমাদেরকে যুগের সাথে সমন্বয় করে কারিকুলাম তৈরী করতে হবে। ব্রিটিশ যে শিক্ষা ব্যবস্থা রেখে গেছে, এখনও তার আমূল পরিবর্তন আসেনি। এজন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। এখনও আমাদের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজ করছে। কেউ চাচ্ছে ইসলামবিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে, আবার কেউ চাচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে। এ অবস্থায় আমরা ঐকমত্যেও পৌঁছতে পারছি না।

সর্বাগ্রে দরকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা, নতুন করে ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে একটা নতুন কারিকুলাম গঠন করা।

ইনকিলাব ঃ সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে একদল হচ্ছে বঞ্চিত-অবহেলিত, অপর দল সমাজে নানা প্রকার অন্যায়-অপকর্মে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে— এর কারণ কি?

ডঃ আনোয়ারুল কবির ঃ মাদ্রাসার কারিকুলামটা সেই পুরাতন, নতুন করে সাজানোর জন্য কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, এবং এর যে পাঠদান ব্যবস্থা, সেখানে কোরআন-হাদীসকে শুধু অনুবাদের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এটাকে যুগের সাথে মিলানো এবং যুগের চাহিদা-সমস্যা সমাধান করার জন্য তৈরী করতে পারছে না। যেমন— আমি কাতারে দেখেছি, ধর্মের আলোকে পরিবেশ বিজ্ঞানের ইসলাম এত সুন্দর সমাধান তারা দিয়েছে যে, Eclogy-তে আমরা যদি কোরআন-হাদীস ভাল করে বুঝতাম, তাহলে আমরা পরিবেশ বিজ্ঞানের বিরাট একটা সমস্যার সমাধান দিতে পারতাম। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, মাদ্রাসার ছাত্ররা এসব থেকে পিছিয়ে আছে। অথচ রাসূল (সাঃ) বৃক্ষের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, "এক হাতে যদি গাছের চারা থাকে, আরেকদিকে যদি কেয়ামত হয়ে যায়, তাহলে তুমি প্রথমে গাছের চারাটা রোপণ করো।" (বুখারী শরীফ)। প্রকৃতভাবে, কোরআন-হাদীস না বোঝার ফলে প্রায়োগিক দিক থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপারটা হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, যেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। যে কারণে আমেরিকা এখন চিন্তিত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এমএ করার পর তাকে দেখা যায় ধর্ম সম্পর্কে তার কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। আমি মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশী ছাত্র-শিক্ষকদের আলোচনায় দেখেছি, আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার হচ্ছে, ডক্টরেট করছেন, তাদের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। ছোটকালে কোরআন শিখেছেন— এইটুকু পর্যন্তই অথচ তাদের শিক্ষাই হচ্ছে প্রথমে মুসলমান, তারপর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের দেশে যদি এ শিক্ষাটা থাকত, তাহলে জেনারেল শিক্ষিতদের মধ্যে এত অসততা-অনৈতিকতা থাকত না। মালয়েশিয়াতে দেখেছি ছাত্র-শিক্ষকের এ মূল্যবোধ থাকায় তারা নাস্তিক হয় না বা আমাদের দেশের মত এত ধর্মবিরোধী নয়। যদি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকত তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম, কোনটা করা দরকার, কোনটা দরকার নেই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ মাহফুজ উল্লাহ, নূরুন্নবী।